মুহম্মদিয়া জামিয়া শরীফ গবেষণা কেন্দ্র

৫নং আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ শরীফ, ঢাকা- ১২১৭

মোবাইল : ০১৭১১-২৩৮৪৪৭, ০১৭১২-০৫৭৬০৫, ০১৭১৪-৬২৭৩৮৮, ০১৭১১-২৬৪৬৯৪

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সম্মানিত ইসলামী শরীয়ত উনার দৃষ্টিতে- পবিত্র তারাবীহ নামায উনার গুরুত্ব ও ফযীলত

পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাসের ফযীলত ও গুরুত্ব

পবিত্র তারাবীহ্ নামায উনার সম্পর্ক যেহেতু পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাস উনার সাথে, সেহেতু পবিত্র তারাবীহ্ নামায উনার গুরুত্ব, ফাযায়েল ও আহ্কাম বুঝতে হলে আমাদেরকে সর্বপ্রথম পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাস উনার গুরুত্ব, তাৎপর্য ও ফাযায়েল জানতে হবে বা অনুধাবন করতে হবে।

মূলতঃ মহান আল্লাহ্ পাক রব্বুল আ'লামীন তিনি পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাসকে অনেক দিক দিয়েই বরকতময় ও ফযীলতপূর্ণ করে রেখেছেন। আর পবিত্র রমাদ্বান শরীফ উনার অনেক ফাযায়েল-ফযীলত পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যেও আলোচিত হয়েছে। পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাস উনার ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে মহান আল্লাহ্ পাক রব্বুল আ'লামীন তিনি পবিত্র কালাম পাক উনার মধ্যে ইরশাদ মুবারক করেন-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ

অর্থ: "পবিত্র রমাদ্বান শরীফ এমন একটি (বরকতময়) মাস, যে মাসে পবিত্র কুরআন শরীফ নাযিল করা হয়েছে (যা মানুষের জন্যে হিদায়েত দান কারী) এবং হিদায়েত উনার স্পষ্ট দলীল ও সত্য-মিথ্যা পার্থক্যকারী।" **(পবিত্র সূরা বাক্বারা শরীফ: পবিত্র আয়াত শরীফ ১৮৫)**

আর পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, নূরে মুজাস্সাম, হাবীবুল্লাহ্ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি ইরশাদ মুবারক করেন-

الرمضان شهرالله من اكرم شهر الله اكرمه الله تعالى بالجنة.

অর্থ: "পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাস হলো- মহান আল্লাহ পাক উনার খাছ মাস, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ পাক উনার খাছ মাসকে সম্মান করবে, মহান আল্লাহ পাক তিনি তাকে জান্নাত দ্বারা সম্মানিত করবেন।" সুবহানাল্লাহ!

পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাস উনার ফযীলত সম্পর্কে পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে আরো ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عن حضرت سلمان الفارسى رضى الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى اخر يوم من شعبان فقال يايها الناس قد اظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من الف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن ادى فريضة فيما سواه ومن ادى فريضة فيه كان كمن ادى سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواسة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل اجره من غير ان ينتقص من اجره شيء قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كلنا نجد ما نفطربه الصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن او تمرة او شربة من ماء ومن اشبع صائما سقاه الله من حوضى شربة لايظمأ حتى يدخل الجنة وهو شهر اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق من النار ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له واعتقه من النار.

অর্থ: "হযরত সালমান ফার্সী রদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তিনি বলেন, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, নূরে মুজাস্সাম, হাবীবুল্লাহ্ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি পবিত্র শা'বান শরীফ মাসের শেষ দিন আমাদের নিকট খুৎবা মুবারক দিতেন বা ওয়াজ করতেন। (উক্ত খুৎবা মুবারকে) তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, "হে লোক সকল!

নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট এক মহান মাস (পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাস) উপস্থিত। এ মাসে এমন একটি রাত্র রয়েছে, যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। মহান আল্লাহ্ পাক তিনি পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাস উনার রোজাকে ফরজ করেছেন ও পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাস উনার রাত্রি বেলায় কিয়ামুল লাইল অর্থাৎ পবিত্র তারাবীহ্ নামাযকে সুন্নত করেছেন। যে ব্যক্তি পবিত্র রমাদ্বান শরীফ উনার মাসে একটি নফল আমল করলো, সে যেন অন্য সময়ের একটি ফরজ আদায় করলো, আর যে ব্যক্তি একটি ফরজ আদায় করলো, সে যেন অন্য মাসের সত্তরটি ফরজ আদায় করলো। পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাস হলো সবরের মাস, আর সবরের বিণিময় হলো জান্নাত, এটা সহানুভূতীর মাস। এটা এমন মাস, যে মাসে মু'মিনের রিযিক বৃদ্ধি করা হয়। যে ব্যক্তি এ মাসে কোন রোজাদারকে ইফ্তার করাবে, এটা তার জন্যে গুণাহ্ মাফ ও দোযখের আগুন হতে মুক্তির কারণস্বরূপ হবে। আর সে রোজাদারের সমান সাওয়াব পাবে, অথচ রোজাদারের সাওয়াবও কম হবেনা। হযরত ছাহাবায়ে কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুগণ উনারা বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের প্রত্যেকের তো এমন সামর্থ নেই, যদ্বারা রোজাদারকে ইফ্তার করাবো। তখন হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি ইরশাদ মুবারক করলেন, 'মহান আল্লাহ্ পাক এ সাওয়াব দান করবেন তাকে, যে এক চুমুক দুধ দ্বারা অথবা একটি খেজুর দ্বারা অথবা এক চুমুক পানি দ্বারা কোন রোজাদারকে ইফ্তার করাবে। আর যে ব্যক্তি তৃপ্তি সহকারে রোজাদারকে খাদ্য খাওয়াবে, মহান আল্লাহ্ পাক তিনি তাকে আমার হাউজে কাওছার হতে পানি পান করাবেন, যার কারণে জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত তার পিপাসা লাগবেনা।' এটা এমন এক মাস, যে মাসের প্রথম দশদিন "রহ্মত" দ্বিতীয় দশদিন "মাগফিরাত" আর তৃতীয় দশদিন হচ্ছে জাহান্নাম হতে নাযাত পাওয়ার। আর যে ব্যক্তি পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাসে তার কর্মচারীর কাজ কমায়ে দিবে, মহান আল্লাহ্ পাক তাকে ক্ষমা করবেন ও জাহান্নাম থেকে নাযাত দিবেন।" সুবহানাল্লাহ! **(বায়হাক্বী ফী শু'বিল ঈমান)**

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্বারা এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হলো যে, পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাস উনার ফাযায়িল- ফযীলত, মর্যাদা-মর্তবা অপরিসীম। কাজেই মহান আল্লাহ্ পাক রব্বুল আ'লামীন উনার দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া এজন্য যে, মহান আল্লাহ্ পাক তিনি পবিত্র, বরকতময় ও ফযীলতপূর্ণ মাস পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাসে আমাদেরকে পবিত্র তারাবীহ্ নামায দান করে, পবিত্র তারাবীহ্ নামায উনার ফাযায়েল-ফযীলত ও গুরুত্বকে আরো বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ!

পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাস উনার ইবাদতের গুরুত্ব ও পবিত্র তারাবীহ্ নামায উনার ফযীলত

পবিত্র তারাবীহ্ নামায উনার ফাযায়েল-ফযীলত আলোচনা করে শেষ করার মত নয়, কারণ পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাস উনার ফাযায়েল-ফযীলত যেরূপ অবর্ণনীয়, তদ্রুপ পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাস উনার প্রতিটি ইবাদতের ফাযায়েল-ফযীলতও অবর্ণনীয়। আর তাই দেখা যায় সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, নূরে মুজাস্সাম, হাবীবুল্লাহ্ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাসে এতবেশী ইবাদত-বন্দেগী করতেন, যেটা অন্য কোন মাসে কল্পনাও করা যায়না। এ প্রসঙ্গে পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عن حضرت ام المؤمنين الثالثة عائشة الصديقة عليها السلام قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد فى رمضان ما لا يجتهد فى غيره.

অর্থ: "হযরত উম্মুল মু'মিনীন আছছালিছাহ ছিদ্দীক্বা আলাইহাস সালাম তিনি বলেন, "সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাসে ইবাদতে যত বেশি কোশেশ করতেন, অন্য সময় তা করতেন না।" **(মুসলিম শরীফ)**

এ প্রসঙ্গে পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে আরো ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عن حضرت ام المؤمنين الثالثة عائشة الصديقة عليها السلام مرفوعا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل شهر رمضان شد مؤزره ثم لم يات فراشه حتي ينسلخ

অর্থ: "হযরত উম্মুল মু'মিনীন আছছালিছাহ ছিদ্দীক্বা আলাইহাস সালাম উনার থেকে মরফূ হিসাবে বর্ণিত যে, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি যখন পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাস আসতো, তখন কোমর মুবারক বেঁধে নিতেন (অর্থাৎ ইবাদতের জন্যে ভালরূপে প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন) অতঃপর নিজ বিছানা মুবারকে আসতেন না, পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত।" **(বায়হাক্বী শরীফ)**

বিশেষ করে, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাসের শেষ দশ দিন অন্যান্য দশ দিনের চেয়ে আরো অধিক পরিমাণে ইবাদত-বন্দিগী করতেন। এ প্রসঙ্গে হাদীছ শরীফে ইরশাদ হয়েছে যে-

عن حضرت ام المؤمنين الثالثة عائشة الصديقة عليها السلام مرفوعا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل شهر رمضان شد مئزره واحى ليله و ايقظ اهله –

অর্থ: "হযরত উম্মুল মু'মিনীন আছছালিছাহ ছিদ্দীক্বা আলাইহাস সালাম তিনি বলেন, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি যখন পবিত্র রমাদ্বান শরীফ উনার (শেষ) দশ দিন আসতো, নিজ কোমর মুবারক বেঁধে নিতেন অর্থাৎ দৃঢ়তার সাথে ইবাদত করতেন এবং রাত্রে নিজে জাগ্রত থাকতেন ও পরিবারবর্গকেও জাগ্রত রাখতেন।" **(বুখারী শরীফ, ফতহুল বারী শরহে বুখারী)**

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা এটা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাসের ইবাদতের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও মাহাত্ম অপরিসীম। আর সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাসে যে সকল ইবাদত বন্দেগী করেছেন, তম্মধ্যে অন্যতম ও ফযীলতপূর্ণ ইবাদত হলো তারাবীহ্ নামায।

তারাবীহ্ নামাযের ফযীলত প্রসঙ্গে পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عن حضرت ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب فى قيام رمضان من غير ان يأمرهم فيه بعزيمة فيقول من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه

অর্থ: "হযরত আবূ হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তিনি বলেন, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি হযরত ছাহাবায়ে কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমগণ উনাদেরকে পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাসে তারাবীহ্ নামায পড়ার জন্যে (ফরজ হতে যাওয়ার আশংকায়) বেশী তাক্বীদ করতেন না, তবে তারাবীহ্ নামায পড়ার জন্যে (তার ফযীলত বর্ণনা করে) উৎসাহ প্রদান করে তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, "যে ব্যক্তি পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাসে ঈমান ও ইখলাছের সাথে তারাবীহ্ নামায আদায় করবে, তার পূর্ববর্তী গুণাহ্সমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" । **(মুসলিম শরীফ)**

পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে আরো ইরশাদ মুবারক হয়েছে যে-

عن حضرت ابى هريرة رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه

অর্থ: "হযরত আবূ হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু উনার থেকে বর্ণিত। সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ইখলাছের সাথে পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাসের রোযা রাখবে, তারাবীহ্ নামায আদায় করবে ও লাইলাতুল ক্বদরে ইবাদত করবে, মহান আল্লাহ্ পাক তিনি তারও পূর্ববর্তী সকল গুণাহ্সমূহ ক্ষমা করে দিবেন।" **(বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ)**

তারাবীহ্ নামাযের ফযীলত সম্পর্কে পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে আরো ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تيارك تعالى فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه ايمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه–

অর্থ: "হযরত আব্দুর রহ্মান ইবনে আওফ রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু উনার থেকে বর্ণিত- সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, "নিশ্চয় মহান আল্লাহ পাক তিনি তোমাদের জন্যে পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাসের রোযাকে ফরয করেছেন। আর আমি তোমাদের জন্যে পবিত্র তারাবীহ্ নামাযকে সুন্নত করে দিলাম। সুতরাং যে ব্যক্তি ঈমান ও ইখলাছের সাথে পবিত্র রমাদ্বান

শরীফ উনার রোযাগুলো রাখবে ও রাতে পবিত্র তারাবীহ্ নামায পড়বে, সে গুণাহ্ হতে এরূপ নিষ্পাপ হবে, যেন সে আজই মায়ের পেট হতে ভূমিষ্ট হয়েছে।" **(সুনানে নাসাঈ)**

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা পবিত্র তারাবীহ্ নামায উনার ফযীলত ও পবিত্র রমাদ্বান শরীফ শরীফ মাসে ইবাদত করার গুরুত্ব ও ফযীলত সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয়। তাছাড়া তারাবীহ্ নামাযের অসংখ্য ও অবর্ণনীয় ফাযায়েল-ফযীলতের মধ্যে অন্যতম ও বিশেষ ফযীলত হলো এই যে, তারাবীহ নামায স্বয়ং সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার খাছ সুন্নত মুবারক উনার অন্তর্ভুক্ত।

অতএব, তারাবীহ্ নামাযের ফাযায়েল-ফযীলত ও পবিত্র রমাদ্বান শরীফ শরীফ মাসে ইবাদত করার গুরুত্ব যে কত বেশী, সেটা আর বলার অপেক্ষাই রাখেনা।

তারাবীহ্ নামায মসজিদে গিয়ে জামায়াতে পড়া সুন্নতে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

ছহীহ্ হাদীছ শরীফ উনার দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি হযরত ছাহাবায়ে কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমগণ উনাদের সাথে মসজিদে তারাবীহ্ নামায জামায়াতের সহিত আদায় করেছেন।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে উল্লেখ আছে যে-

عَنْ حَضْرَتْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَتِ السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا قِيَامَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ . قَالَ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ قَالَ فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ لَمْ يَقُمْ فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ جَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ وَالنَّاسَ فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلاَحُ . قَالَ قُلْتُ مَا الْفَلاَحُ قَالَ السُّحُورُ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا بَقِيَّةَ الشَّهْرِ

অর্থ: "হযরত আবূ যর গিফারী রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তিনি বলেন, আমরা নূরে মুজাসসাম,হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার সাথে (পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাসে) রোযা রেখেছি। কিন্তু তিনি পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাসের কোন অংশেই আমাদেরকে নিয়ে তারাবীহ্ নামায জামায়াতে পড়েননি। যে পর্যন্ত না পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাসের সাত রাত্র বাকি রইল। সপ্তম রাত্রে তিনি আমাদেরকে নিয়ে মসজিদে রাত্রের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত (তারাবীহ্) নামায পড়লেন। যখন ষষ্ঠ রাত্র আসলো, তিনি আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন না। অতঃপর যখন পঞ্চম রাত্র আসলো, তিনি আমাদেরকে নিয়ে অর্ধরাত্র পর্যন্ত জামায়াতে (তারাবীহ্) নামায আদায় করলেন। তখন হযরত আবূ যর রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তিনি বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ রাত্রে যদি আমাদেরকে নিয়ে আরো নামায পড়তেন? (উত্তরে) নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি বলেন, "কোন ব্যক্তি যখন ইমামের সাথে নামায পড়ে, ইমামের শেষ করা পর্যন্ত উহা তার জন্য পূর্ণ রাত্রি নামায পড়ার সমান গণ্য করা হয়।" যখন চতুর্থ রাত্র আসলো, তখন রাত্রের এক তৃতীয়াংশ বাকি থাকতে (তিনি একাই নিজের নামায পড়লেন) আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন না। আবার যখন তৃতীয় রাত্র আসলো, তিনি উনার হযরত আহলু বাইত শরীফ আলাইহিমুস সালাম উনাদেরকে, হযরত উম্মাহাতুল মু'মিনীন আলাইহিন্নাস সালাম উনাদেরকে ও সকল লোকদেরকে একত্রিত করলেন ও আমাদেরকে নিয়ে সারা রাত্র নামায পড়লেন। তখন আমরা (ফালাহ্) অর্থাৎ সাহ্রী ফউত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করতে লাগলাম। বলা হলো- ফালাহ্ কি? তিনি বলেন, "সাহ্রী"। অতঃপর অবশিষ্ট রাত্রগুলো তিনি আর আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়েননি।" **(আবূ দাউদ শরীফ, নাসাঈ শরীফ)**

এ পবিত্র হাদীছ শরীফ উনারা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি মসজিদে গিয়ে তারাবীহ্ নামায জামায়াতে আদায় করেছেন।

সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, নূরে মুজসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি যে, তারাবীহ্ নামায জামায়াতের সহিত আদায় করেছেন, নিম্মোক্ত পবিত্র হাদীছ শরীফ দ্বারাও তা প্রমাণিত। যেমন- পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عَنْ حَضْرَتْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضى الله تعالى عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا لَيَالِيَ، حَتَّى اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ، ثُمَّ فَقَدُوا صَوْتَهُ لَيْلَةً فَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ، فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ مَا زَالَ بِكُمُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيْعِكُمْ، حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ، وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ

অর্থ: "হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি একবার ই'তিকাফ করার জন্যে মসজিদে নববী শরীফ উনার মধ্যে মাদুর বা চাটাই দ্বারা একটি হুজরা শরীফ বানালেন এবং সেখানে কয়েক রাত্র তারাবীহ্ নামায পড়লেন, যার কারণে বহুলোক (তারাবীহ্ নামায জামায়াতে পড়ার জন্য) উনার নিকট জমা হতে লাগলো। অতঃপর একরাত্রে হযরত ছাহাবায়ে কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুগণ উনার কোন সাড়া শব্দ পেলেন না, উনারা ধারণা করলেন, তিনি হয়তোবা নাওমী শান মুবারকে বা ঘুমিয়ে আছেন, অতএব উনাদের মধ্যে কেউ কেউ আওয়াজ করতে লাগলেন, যেন তিনি উনাদের নিকট জামায়াতের জন্য ভিতর হতে বাহিরে তাশরীফ মুবারক রাখেন। এটা দেখে তিনি বললেন, "আমি তোমাদের আগ্রহের অবস্থা দেখেছি এবং আশঙ্কা করতেছি যে, এটা (তারাবীহ্ নামায) যেন তোমাদের উপর ফরজ হয়ে না যায়। আর যদি এটা ফরজ হয়ে যায়, তবে তোমরা তা আদায় করতে সক্ষম হবেনা।" **(বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ)**

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা এটা সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয় যে, পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাসে তারাবীহ্ নামায মসজিদে গিয়ে জামায়াতে পড়া সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার খাছ সুন্নত মুবারক উনার অন্তর্ভূক্ত।

বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ নামায সুস্থ ও মুকীম সকল পুরুষ-মহিলার জন্যেই সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ

উপরোল্লেখিত বিস্তারিত ও নির্ভরযোগ্য আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাসে বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ নামায পড়তেন ও হযরত ছাহাবায়ে কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমগণ উনাদেরকে তারাবীহ্ নামায পড়ার জন্যে খুবই উৎসাহ প্রদান করতেন, কিন্তু ফরয হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় সরাসরি আদেশ মুবারক দিতেন না। তবে পরবর্তীতে হযরত ছাহাবায়ে কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমগণ উনারা বিশেষ করে আমীরুল মু'মিনীন হযরত ফারূক্বে আ'যম আলাইহিস সালাম উনার খিলাফতকাল হতে নিয়মিতভাবে পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাসে মসজিদে গুরুত্বের সাথে এবং জামায়াতের সাথে বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ নামায আদায় হয়ে আসছে। এর উপর ভিত্তি করেই পরবর্তী ইমাম মুজ্তাহিদগণ উনারা ফতওয়া দেন যে-

التراويح سنة مؤكدة لمواجبة الخلفاء الراشدين للرجال والنساء اجماعا.

অর্থ: "হযরত খুলাফায়ে রাশেদীন আলাইহিমুস সালাম উনাদের নিয়মিত আমলের কারণে পুরুষ ও মহিলা সকলের জন্যে পবিত্র তারাবীহ্ নামায পড়া সুন্নতে মুয়াক্কাদা সাব্যস্ত হয়েছে।" **(রদ্দুল মুহতার ১ম জিঃ পৃষ্ঠা-৬৫৯)**

এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত ফিক্বাহের কিতাব **"মারাক্বিউল ফালাহ্"** কিতাবে উল্লেখ আছে-

التراويح سنة مؤكدة وهى عشرون ركعة.

অর্থ: "বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ নামায পড়া সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্।"

অতএব, প্রমাণিত হলো যে, বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ নামায পড়া শুধু পুরুষের জন্যেই সুন্নতে মুয়াক্কাদা নয় বরং পুরুষ ও মহিলা সকলের জন্যেই সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্। তাছাড়া আবূ দাউদ শরীফ-এর পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাসে পবিত্র হযরত আহলে বাইত শরীফ আলাইহিমুস সালাম উনাদেরকেও পবিত্র তারাবীহ্ নামায পড়ার জন্য একত্রিত করেছেন। কাজেই পবিত্র তারাবীহ্ নামায শুধু পুরুষদের জন্য সুন্নতে মুয়াক্কাদা, মহিলাদের জন্য নয়, একথা বলার কোনই অবকাশ নেই। বরং পুরুষ ও মহিলা যাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয, তাদের জন্য পবিত্র রমাদ্বান শরীফ শরীফ মাসে বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ নামায আদায় করা সুন্নতে

মুয়াক্কাদাহ্। বিশ রাকায়াতের চেয়ে এক রাকায়াতও কম পড়া যাবে না। কম পড়লে প্রতি রাকায়াতের জন্য ওয়াজিব তরকের গুনাহ হবে।

পবিত্র তারাবীহ্ নামায ব্যক্তিগতভাবে যদিও পুরুষ-মহিলা সকলের জন্যেই সুন্নতে মুয়াক্কাদায়ে আইনী, তবে পুরুষের জন্যে জামায়াতে পড়া সুন্নতে মুয়াক্কাদা কিফায়া। এলাকার কোন মসজিদে তারাবীহ্ নামাযের কোন জামায়াতই যদি না হয়, তবে মহল্লার সকলেই সুন্নতে মুয়াক্কাদা তরকের গুণাহে গুণাহ্গার হবে। অর্থাৎ কবীরা গুনাহে গুনাহগার হবে।

এ প্রসঙ্গে কিতাবে উল্লেখ আছে-

قال ابن عابدين رحمة الله عليه تحت قول صاحب التنوير والجماعة فيها سنة على الكفاية.

অর্থ: "হযরত ইবনে আবেদীন রহমতুল্লাহি আলাইহি "ছাহিবে তানউয়ীর" কিতাবের বরাত দিয়ে বলেন, তারাবীহ্ নামাযের জামায়াত সুন্নতে মুয়াক্কাদা কিফায়া।" **(রদ্দুল মুহ্তার)**

মূলকথা হলো, পবিত্র তারাবীহ্ নামায জামায়াতে পড়া সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার খাছ সুন্নত মুবারক উনার অন্তর্ভুক্ত। কেননা পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার দ্বারা প্রমাণিত যে, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি হযরত ছাহাবায়ে কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম উনাদেরকে নিয়ে তারাবীহ্ নামায জামায়াতে আদায় করেন। তবে তিনি ফরয হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তারাবীহ্ নামায নিয়মিতভাবে জামায়াতে আদায় করেননি। এ অনিয়মিত তারাবীহ্ নামাযের জামায়াত খলীফাতু রসূলিল্লাহ্, হযরত ছিদ্দীক্বে আকবর আলাইহিস সালাম উনার খিলাফতকাল পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। কিন্তু পরবর্তীতে আমীরুল মু'মিনীন হযরত ফারূক্বে আ'যম আলাইহিস সালাম উনার খিলাফতকালে, উনারই মহৎ উদ্যেগে পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাসে নিয়মিতভাবে মসজিদে পবিত্র তারাবীহ্ নামাযের জামায়াত জারী করা হয়।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে উল্লেখ আছে-

عَنْ حَضْرَتْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . عليه السلام . لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ، إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلاَتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ عليه السل إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلاَءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ. ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضى الله تعالى عنه، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ قَارِئِهِمْ، قَالَ عُمَرُ عليه السلام نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ.

অর্থ: "হযরত আব্দুর রহ্মান ইবনে আব্দুল কারী রহমতুল্লাহি আলাইহি তিনি বলেন, আমি (রমাদ্বান শরীফ উনার) এক রাত্রে খলীফাতুল মুসলিমীন, হযরত ফারূক্বে আ'যম আলাইহিস সালাম উনার সাথে মসজিদে (নববী শরীফ) পৌঁছলাম, দেখলাম যে, লোক সকল বিভিন্ন দলে বিভক্ত, কেউ একা নিজের নামায পড়ছে। আর কারো পিছনে ছোট একদল নামায পড়ছে। এ অবস্থা দেখে, হযরত ফারূক্বে আ'যম আলাইহিস সালাম তিনি বললেন, যদি আমি উনাদেরকে এক ইমামের পিছনে একত্র করে দেই, তবে অনেক উত্তম হবে। অতঃপর তিনি এ ব্যাপারে দৃঢ় ইচ্ছা ও পূর্ণ সংকল্প গ্রহণ করেন এবং হযরত উবাই ইবনে কা'ব রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু উনার পিছনে সকলকে একত্রিত করে নেন। হযরত আব্দুর রহ্মান রহমতুল্লাহি আলাইহি তিনি বলেন, অতঃপর আমি আরেক দিন (খলীফ) উনার সাথে পবিত্র মসজিদে নববী শরীফ গেলাম, দেখলাম যে, সকল লোক উনাদের ইমাম (হযরত উবাই ইবনে কা'ব রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) উনার পিছনে নামায আদায় করছেন। এটা দেখে হযরত ফারূক্বে আ'যম আলাইহিস সালাম তিনি বলেন, এটা কতইনা উত্তম পদ্ধতি। **(বুখারী শরীফ)**

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা এটাই প্রতিয়মান হয় যে, আমীরুল মু'মিনীন, হযরত ফারূক্বে আ'যম আলাইহিস সালাম তিনি নিয়মিতভাবে তারাবীহ্ নামায জামায়াতে পড়ার ব্যবস্থা করেন। আর হযরত ছাহাবায়ে কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমগণ উনাদের নিয়মিত আমলের কারণে পরবর্তীতে ইমাম-মুজ্তাহিদ রহমতুল্লাহি আলাইহিম উনারা, বিশেষ করে সম্মানিত হানাফী মায্হাবের ইমাম রহমতুল্লাহি আলাইহিম উনারা "তারাবীহ্ নামায" জামায়াতে পড়া পুরুষদের জন্য সুন্নতে মুয়াক্কাদা কিফায়া ফতওয়া দেন।

আর মহিলাদের জন্য তারাবীহসহ সর্বপ্রকার নামাযের জামায়াতের জন্য মসজিদে বা ঈদগাহে উপস্থিত হওয়া আম ফতওয়া মতে মাকরূহ্ তাহ্রীমী এবং খাছ ফতওয়া মতে হারাম ও কুফরী।

মুহম্মদিয়া জামিয়া শরীফ গবেষণা কেন্দ্র

৫নং আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ শরীফ, ঢাকা- ১২১৭

মোবাইল : ০১৭১১-২৩৮৪৪৭, ০১৭১২-০৫৭৬০৫, ০১৭১৪-৬২৭৩৮৮, ০১৭১১-২৬৪৬৯৪

তারাবীহ্ নামাযে পবিত্র কুরআন শরীফ খতম করা সুন্নতে কিফায়া

পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাসে প্রতি শহরে অথবা শহর যদি বড় হয়ে থাকে, তবে প্রতি এলাকার একটি মসজিদে তারাবীহ্ নামাযে একবার পবিত্র কুরআন শরীফ খতম করা সুন্নতে কিফায়া। এ প্রসঙ্গে কিতাবে উল্লেখ করা হয়-

والختم مرة سنة ومرتين فضيلة وثلاثا افضل ولا يترك الختم لكسل القوم.

অর্থ: পবিত্র তারাবীহ্ নামাযে একবার পবিত্র কুরআন শরীফ খতম করা সুন্নত অর্থাৎ সুন্নতে কিফায়া। দুই বার খতম করার মধ্যে ফযীলত রয়েছে, তিনবার খতম করা উত্তম। লোকদের গাফলতীর কারণে পবিত্র কুরআন শরীফ খতম তরক করা উচিৎ হবেনা। **(রদ্দুল মুহ্তার)**

মূলতঃ তারাবীহ্ নামাযে পবিত্র কুরআন শরীফ খতম করার নিয়ম চালু করেন, তৃতীয় খলীফা আমীরুল মু'মিনীন, হযরত যুন নূরাইন আলাইহিস সালাম। যেহেতু সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি প্রতি পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাসে যতটুকু পবিত্র কুরআন শরীফ নাযিল হতো, ততটুকু হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম উনাকে শুনাতেন এবং হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম হতে শুনতেন। আর পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাসে পবিত্র কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করার ফযীলত যেহেতু অনেক বেশী, সেহেতু হযরত যুন নূরাইন আলাইহিস সালাম তিনি নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার সুন্নত অর্থাৎ পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাসে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম উনাকে পবিত্র কুরআন শরীফ শুনানো এবং হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম উনার নিকট থেকে শুনা ও পবিত্র কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের ফযীলতের দিকে লক্ষ্য রেখে পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাসে তারাবীহ্ নামাযে পবিত্র কুরআন শরীফ খতম জারী করেন। তিনি প্রতিদিন বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ নামাযে বিশ রুকু করে তিলাওয়াত করতেন এবং ২৭ দিনে পবিত্র কুরআন শরীফ খতম করতেন। (২০X২৭ = ৫৪০) যার কারণে পবিত্র কুরআন শরীফে ৫৪০টি রুকু হয়েছে। যদিও পরবর্তীতে কেউ কেউ বেশি বলেছেন কিন্তু ছহীহ্ মত হলো রুকু ৫৪০টি।

পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাসে বিত্র নামায জামায়াতে পড়া সুন্নত

পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাসে তারাবীহ্ নামাযের পর পবিত্র বিত্র নামায জামায়াতে আদায় করা মুস্তাহাব-সুন্নত। পবিত্র রমাদ্বান শরীফ ব্যতীত অন্য সময়ে পবিত্র বিত্র নামায জামায়াতে পড়া মাকরূহ্ তান্যীহী। সকলেই এ ব্যাপারে এক মত। এ প্রসঙ্গে কিতাবে উল্লেখ আছে-

وقال علامة الطحطاوى الجماعة سنة عين الا فى التراويح فانها فيها سنة كفاية– ووتر رمضان فانها فيه مستحبة.

অর্থ: "আল্লামা তাহ্তাবী রহমতুল্লাহি আলাইহি তিনি বলেন, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায জামায়াতে পড়া সুন্নতে মুয়াক্কাদা। পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাসে তারাবীহ্ নামায জামায়াতে পড়া সুন্নতে কিফায়া। আর পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাসে বিত্র নামায জামায়াতে পড়া মুস্তাহাব-সুন্নত।" **(তাহ্তাবী, অনুরূপ কিতাবুল ফিক্বাহ্তে উল্লেখ আছে)**

কিতাবে আরো উল্লেখ আছে-

الاقتداء فى الوتر خارج رمضان يكره قال الرملى ويوتر بجماعة فى رمضان فقط– وان الكراهة كراهة تنزية.

অর্থ: পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাস ব্যতীত বিত্র নামায জামায়াতে পড়া মাকরূহ্। রমলী বলেন, শুধুমাত্র পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাসেই বিত্র নামায জামায়াতে পড়া যাবে। আর নিশ্চয়ই (পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাস ছাড়া) বিত্র নামায জামায়াতে পড়া মাকরূহ্ তান্যীহীর অন্তর্ভুক্ত। **(বাহ্রুর রায়েক, মারাকিউল ফালাহ্, খুলাছাতুল ফতওয়া)**

আর বিখ্যাত ফিক্বাহ্র কিতাব 'ফত্হুল ক্বাদীর' উনার মধ্যে উল্লেখ আছে –

ولايصلى الوتر بجماعة فى غير شهر رمضان عليه اجماع المسلمين.

অর্থ: "বিত্র নামায পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাস ব্যতীত জামায়াতে পড়া নিষেধ অর্থাৎ মাকরূহ্ তান্যীহী। এটার উপরই সকল মুসলমানগণ একমত।" **(ফতহুল ক্বাদীর, কিফায়া, শরহে বিকায়া)**

অর্থাৎ পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাসে বিত্র নামায জামায়াতে পড়া মুস্তাহাব-সুন্নত। আর পবিত্র রমাদ্বান শরীফ ব্যতীত অন্য সময়ে বিত্র নামায জামায়াতে আদায় করা মাকরূহ্ তান্যীহী। এ ব্যাপারে সকল মুসলমানদের ইজমা বা ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

উপরোক্ত দলীলভিত্তিক আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, রহমত, মাগফিরাত ও নাযাতের মাস পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাসের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও ফযীলতযুক্ত ইবাদত বা আমল হচ্ছে পবিত্র তারাবীহ্ নামায। উক্ত নামায পুরুষদের জন্য মসজিদে গিয়ে জামায়াতের সাথে আদায় করা খাছ সুন্নতে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সুন্নতে ছাহাবায়ে কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম ও সুন্নতে আউলিয়ায়ে কিরাম রহমাতুল্লাহি আলাইহিম উনাদের অন্তর্ভূক্ত। আর রমাদ্বান মাসে **১**টি সুন্নত আদায় করলে **১**টি ফরযের ছওয়াব পাওয়া যায়।

কাজেই, পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাসে তারাবীহ্ নামায ঘরে আদায়ের কথা বললে মুসলমান উনারা অনেকগুলো ফযীলত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। যেমন, মসজিদে যাওয়া, জামায়াতে নামায পড়া, খতম তারাবীহ্ পড়া, বিতির নামায জামায়াতে পড়াসহ আরো অনেক আমল থেকে বঞ্চিত হবে। শুধু তাই নয়, মসজিদে না যাওয়ার কারণে আলস্যবশত: অনেকেই তারাবীহ্ নামাযই পড়বেনা। ফলে সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্ তরকের গুণাহে গুণাহ্গার হবে। অর্থাৎ কবীরা গুনাহে গুনাহগার হবে। তাই একটি কুফরী বা ভ্রান্ত বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে মসজিদে গিয়ে তারাবীহ্ নামায আদায়ে বাধা দেয়া কস্মিনকালেও শরীয়তসম্মত হবে না।

যেমন এ প্রসঙ্গে **'আবূ দাউদ শরীফ'** উনার মধ্যে বর্ণিত আছে-

عَنْ حضرت عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله تعالى عنه قَالَ حَافِظُوا عَلَى هَؤُلاَءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم سُنَنَ الْهُدَى وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ بَيِّنُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَلَهُ مَسْجِدٌ فِي بَيْتِهِ وَلَوْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَتَرَكْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم لَكَفَرْتُمْ.

অর্থ: "হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু উনার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা সঠিকভাবে পবিত্র আযানের সাথে পবিত্রতম পাঁচ ওয়াক্ত ছলাতের প্রতি সবিশেষ নযর রাখবে। কেননা এই পবিত্রতম পাঁচ ওয়াক্ত ছলাতই হচ্ছে হিদায়াতের পথ। মহান আল্লাহ পাক তিনি উনার হাবীব, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার জন্য হিদায়াতের এ পথ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আমাদের (সাধারণ) ধারণা, স্পষ্ট মুনাফিক্ব ব্যতীত কেউ জামা'আত থেকে অনুপস্থিত থাকতে পারে না। আমরা তো আমাদের মধ্যে এমন লোকও দেখেছি, যারা (দুর্বলতা ও অসুস্থতার কারণে) দু'জনের উপর ভর করে (পবিত্র মসজিদে) যেতেন এবং উনাকে (সম্মানিত ছলাত উনার) কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয়া হত। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার ঘরে তার পবিত্র মসজিদ (সম্মানিত ছলাত উনার স্থান) নেই। **এতদসত্ত্বেও তোমরা যদি পবিত্র মসজিদে আসা বন্ধ করে দিয়ে তোমাদের ঘরেই (পবিত্র ফরয) ছলাত আদায় কর, তাহলে তোমরা তোমাদের মহাসম্মানিত নবী যিনি সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার পবিত্র সুন্নাত মুবারক উনাকেই বর্জন করলে।** আর যদি তোমরা তোমাদের মহাসম্মানিত নবী যিনি সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার পবিত্র সুন্নাত মুবারক পরিত্যাগ করো, তথা তোমরা যদি মহাপবিত্রতম মসজিদে আসা বন্ধ করো- তাহলে অবশ্যই তোমরা সুস্পষ্ট কুফরী করলে, তথা তোমরা কাফির হয়ে গেলে।" নাউযুবিল্লাহ! **(আবূ দাউদ শরীফ)**

মূলকথা হলো, হানাফী মাযহাবের সুস্পষ্ট ফতওয়া অনুযায়ী পবিত্র রমাদ্বান শরীফে ২০ রাকায়াত তারাবীহ সুস্থ ও মুকীম প্রত্যেক পুরুষ-মহিলার জন্য সুন্নতে মুয়াক্কাদা। পুরুষদের জন্য মসজিদে জামায়াতের সহিত তারাবীহর নামায আদায় করা সুন্নতে মুয়াক্কাদায়ে কিফায়া। একইভাবে মসজিদে তারাবীহর নামাযে পবিত্র কুরআন শরীফ খতম করাও সুন্নতে কিফায়াহ। তাছাড়া পবিত্র রমাদ্বান শরীফে মসজিদে জামায়াতের সহিত বিতর নামায আদায় করা মুস্তাহাব। পুরুষদেরকে তারাবীহর নামায মসজিদে না পড়ে ঘরে পড়তে আদেশ করা বা মসজিদে জামায়াতের সহিত তারাবীহর নামায আদায়ে বাধা দেয় বা নিরুৎসাহিত করা ইত্যাদি সবই সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ পালনে বাধা দেয়া এবং মসজিদ বিরাণ করার শামিল। যা সুস্পষ্টভাবে হারাম, নাজায়িয ও কুফরীর অন্তর্ভুক্ত।

কাজেই, মুসলমান সুস্থ ও মুকীম পুরুষদের জন্য দায়িত্ব-কর্তব্য হলো পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাসে মসজিদে যথাযথভাবে তারাবীহর নামাযসহ সম্মানিত শরীয়ত উনার প্রতিটি বিষয় যথাযথভাবে আমল করা। একইভাবে মসজিদে তারাবীহর নামায শরয়ী তারতীব অনুযায়ী আদায়ে যারা নিরুৎসাহিত করেছে তাদের জন্য ফরয হলো খালিছ তওবা ইস্তিগফার করা। অন্যথায় মহান আল্লাহ পাক উনার নিকট কঠিন জবাবদিহী করতে হবে।

মহান আল্লাহ পাক তিনি পুরো মুসলিম উম্মাহকে তারাবীহ নামায যথাযথভাবে আদায় করে পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাস উনার বারাকাত, ফুয়ুজাত হাক্বীক্বীভাবে লাভ করার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন।